হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

গুণবান ব্যক্তি

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা মানুষকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ (জাঃজাঃ) মানুষকে অন্যান্য সব সৃষ্টি থেকে উঁচু স্তরে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের ইকরাম (উপহার) এবং ইযযাত (সম্মান) দান করেছেন। তোমার নিজেরও সেই উপহারগুলো নিজেকে দিতে হবে এবং একজন গুণবান ব্যক্তিতে পরিণত হতে হবে। একজন গুণবান ব্যক্তি মানে একজন ভালো ব্যক্তি।

যারা নিজেদের নাফসের অনুসরণ করে তারা গুণহীন ব্যক্তি এবং খারাপ মানুষ। সবাই দেখেছে কিভাবে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) উনার সাহাবাদের মর্যাদা উঁচু করেছেন। সবাই তা দেখেছে এবং সবাই তা জানে। আমাদের তাদেরকে উদাহরণস্বরুপ নেয়া উচিত যেহেতু একজন গুণবান ব্যক্তি হচ্ছে একজন উপকারী ব্যক্তি। তারা নিজেদের জন্যে এবং তাদের আশেপাশের মানুষদের জন্যে উপকারী। ভালো মানুষ তারাই যারা অনিষ্ট থেকে নিজেকে দূরে রাখে। সব ভালো তাদের সাথে থাকবে। এরা সেসব মানুষ যারা নিজেদের নাফসের অনুসরণ করে না।

যারা নিজেদের নাফসের অনুসরণ করে তারা খারাপ লোক, ভালো লোক নয়। তাদেরকে পছন্দ করা হয় না এবং তারা আত্মকেন্দ্রিক। সেসব লোকেরা খারাপ চরিত্র এবং খারাপ অভ্যাস জমা করে। যখন কেউ কথা বলে তখন সাথে সাথে পরিষ্কার হয়ে যায় মানুষটি কেমন এবং লোকে বলে, "তিনি একজন ভদ্রলোক, উনি একজন ভদ্রমহিলা"। কিন্তু খারাপদেরকেও সহজেই বোঝা যায় এবং তারা সেটা লুকাতে পারে না।

শেইখ মাওলানা (কাঃসিঃ) বলতেন "আবর্জনা" মানে হচ্ছে ময়লা, উচ্ছিষ্ট। উচ্ছিষ্ট এবং রত্নের মধ্যে তুলনা চলে না। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) আমাদের বলেন, "একটি রত্ন হও!" একজন মানুষ রত্নে পরিণত হয় নাবী (সাঃ) শিক্ষার মাধ্যমে এবং আবর্জনা, ময়লা এবং উচ্ছিষ্টে পরিণত হয় শয়তানের শিক্ষার মাধ্যমে।

আল্লাহ্ যেন আমাদের নাফসের অনুসরণ না করান যেন আমরা গুণবান মানুষ হতে পারি ইনশাআল্লাহ। গুণবান মানুষ চিহ্নিত হয় এই পৃথিবীতেও এবং আখিরাতেও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে। এবং সেটাই সত্যিকার সাফল্য। আমাদের ভেতর এবং বাহির যেন একই রকম হয় ইনশাআল্লাহ।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৮ অক্টোবার ২০১৬/৭ মুহাররাম ১৪৩৮
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।